[illegible] কাগজ

তারিখ 24 JUL 2012 1996
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

মনোহরদীর খিরাটী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

৩ বার স্থান পরিবর্তন – অযথা অর্থের অপচয়

সাইদুর রহমান তসলিম : একটি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে মহল বিশেষের খামখেয়ালী কতোদূর গড়াতে পারে তার জ্বলন্ত উদাহরণ মনোহরদী থানা সংলগ্ন কাপাসিয়ার ৪২ নং খিরাটী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। মাত্র দু'শ গজ ব্যবধানে নির্মিত দু'টি ভবনের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে একটি খাল। কেনো এমনটি ঘটলো– এর পেছনে কি কারণ লুকায়িত তা অনুসন্ধান করতে যেয়ে উদ্ধার হয়েছে কিছু চমকপ্রদ তথ্য।

৪২ নং খিরাটী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি প্রথমে খিরাটী কামার গাঁও রাস্তার পাশে মরহুম কুদ্দুস পণ্ডিতের জমিতে স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে এর স্থানান্তর ঘটে খালের পূর্ব পাশের একটি টিলা মতো স্থানে দু'শ গজ দূরত্বে। '৮৪ সালে ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ কর্তৃক দু'লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে বিদ্যালয়ের একটি ভবন নির্মিত হয়। সে ক্ষেত্রে পুরনো টিনের ঘরটি হয়ে যায় লাপাত্তা। নবনির্মিত ভবনে ছাত্র-ছাত্রীর স্থান সংকুলান না হওয়ায় বছরখানেক আগে বিদ্যালয়ের একটি বর্ধিত ভবন নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে সরকার কর্তৃক প্রায় তিন লাখ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে এর একটি বর্ধিত ভবন নির্মিত হয়। তবে তার অজ্ঞাত কারণে '৮৪ সালে নির্মিত ভবন থেকে দু'শ গজ পশ্চিম পাশে নির্মাণ করা হয়। এলাকাবাসীর অভিযোগ একটি সুগভীর চক্রান্তের অংশ হিসেবে এ কার্যটি সংঘটিত হয়।

খিরাটী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবন (উপরে) এবং ৮৪ তে নির্মিত ভবন (নিচে)

গত ৪ মে ঘটে এক তেলেসমাতী কাণ্ড। অর্থাৎ কোনো জানান না দিয়ে বিনা নোটিসে বর্ধিত অংশটি আবারও প্রথম স্থাপিত স্থানটিতে ফিরে আসে। ফলে খালের পূর্ব পাশের বিদ্যালয় ভবনটি পুরো ব্যবহারযোগ্যতা নিয়েও পরিণত হয়েছে গো-শালায়। বিদ্যালয়ের মাঠটি পরিবর্তিত হয়েছে ফসলের ক্ষেতে। এমতাবস্থায় বিদ্যালয়ের বর্ধিত অংশটিতে স্থান সংকুলান হচ্ছে না ছাত্র-ছাত্রীদের। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা প্রায় চারশ, শ্রেণী ৫টি, শাখা ১১টি। বাধ্য হয়ে শিক্ষকদের মাত্র ৩টি কক্ষে দু'শিফটে ১১টি শাখায় ক্লাশ নিতে হচ্ছে পাশাপাশি-গাদা-গাদি করে। এ ছাড়া রয়েছে একই সঙ্গে অফিস কক্ষ। এমন অবস্থায় বিদ্যালয়টিতে লেখাপড়ার কোনো পরিবেশ রয়েছে কি না তা কেবল শিক্ষা বিভাগই বলতে পারে। এলাকাবাসীর অভিযোগ অনুযায়ী সুপরিকল্পিতভাবেই বিদ্যালয়টির এ অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের তথ্যানুযায়ী স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে স্থান সংকুলান না হওয়ার অজুহাতে আরেকটি ভবন নির্মাণের আবেদন করে সফল হবেন এবং সেই পুরনো ভবনটি থাকবে স্বার্থান্বেষী মহলের লাভের খাতায়। এ ব্যাপারে আশু তদন্তের দাবি জানিয়েছে এলাকাবাসী।